'এবং মহুয়া' -বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (U.G.C.- CARE List) অনুমোদিত
তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ২০২০ সালে প্রকাশিত ৮৩ পৃ.
তালিকার ৬০ পৃ. এবং ৮৪ পৃ. উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৬ (ক) সংখ্যা, নভেম্বর, ২০২০

সম্পাদক
ডা. মদনমোহন বেরা

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুয়াচক, মেদিনীপুর, প. বঙ্গ।

‘এবং মহুয়া’ –বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ (UGC-CARE)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২০সালে প্রকাশিত ৮৬পৃ.তালিকার ৬০ পৃ.এবং ৮৪পৃ.উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২২ তম বর্ষ, ১২৬(ক) সংখ্যা
নভেম্বর,২০২০

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা
সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

Scanned with OKEN Scanner

৩৯.নারীর ক্ষমতায়ন ও মাদ্রাসা: একটি পর্যবেক্ষণমূলক পর্যালোচনা
:: আবু এমদাদ মো: আব্দুর রাকিব......................................৩৩১
৪০.কালিদাস রচনায় বিজ্ঞান ভাবনা :: অনুপ রুইদাস.................৩৪০
৪১.সাঁওতালি সাহিত্যে স্ক্রেফমুড :: বাপি টুডু...........................৩৪৬
৪২.স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জাতীয়তাবাদী
ভাবনার তুলনামূলক আলোচনা :: চিরঞ্জিত বৈদ্য....................৩৫১
৪৩.মালদার আম :: ড. মনোজকুমার ভোজ....................................৩৫৯
৪৪.নন্দলাল ও রবীন্দ্র- সংযোগ : শিল্প- যাপনের চতুর্থ মাত্রা
:: ড . সুদীপ্তা তরফদার...৩৬৩
৪৫.সমকামিতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন : ইসমত চুগতাই এর
'লিহাফ' গল্পের একটি অধ্যয়ন :: জয় মুখার্জি............................৩৮৩
৪৬.ঝাড়গ্রাম জেলার জনগোষ্ঠীর পরিচয় :: কিশুন সরেন..............৩৯০
৪৭.বিংশ শতকে সংস্কৃত ভক্তিমূলক নাটক রচনায় নাট্যকার
শ্রী নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অবদান: একটি পর্যালোচনা
:: মধুমন্তী রায়..৩৯৬
৪৮.অনিল ঘড়াই-এর 'নুনবাড়ি' উপন্যাস : নারীর স্বতন্ত্র স্বরের খোঁজ
:: আজিমুদ্দিন মণ্ডল..৪০২
৪৯.সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে হুমায়ূন আহমেদের কল্পবিজ্ঞান
:: আরজু খান..৪০৮
৫০.পাণিনীয় ব্যাকরণের গ্রহণ, বর্জন ও রূপান্তরের প্রেক্ষিতে
বিদ্যাসাগরের ব্যাকরণকৌমুদী পাঠ :: দেবমিত্রা দে.......................৪১৭
৫১.সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত উপন্যাস : অন্তেবাসী মানুষের আখ্যান
:: ড. আনিসুর রহমান...৪২২
৫২.তেভাগা আন্দোলন, দিনাজপুর ও খাঁ পুর-এ বিস্তার :
একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা :: ড. জগদ্বীপ কুমার চৌহান.............৪২৮
৫৩.সৃষ্টির আলোকে সংস্কারের দীপশিখায় নারীর সেকাল-একাল
:: ড. সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়...৪৩৯
৫৪.বাণী বসুর অশ্বযোনি: নারীর আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার জয়গাথা
:: ড. শুদ্ধসত্ত্ব বর্মণ...৪৪৫
৫৫.আবুল বাশার-'ধর্মের গ্রহণ' উপন্যাস : নাজনিনের
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি :: জিনিয়া পারভিন..৪৫০
৫৬.১৯৬০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে
নমঃশূদ্রদের ভূমিকা :: স্বপন সরকার.......................................৪৫৭
৫৭.প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রযুক্তির ব্যবহার
:: মধুসূদন গঁড়াই..৪৬৬

Scanned with OKEN Scanner

মালদার আম

ড. মনোজকুমার ভোজ

মালদার সামসি কলেজে ঢুকে সোজা গেলে এক জায়গায় রাস্তাটি দু'ভাগ হয়ে গেছে। একদিকে অফিসের রাস্তা, আর একদিকে বাংলা বিভাগের রাস্তা। দুই ভাগ হওয়া রাস্তায় কোণে দাঁড়িয়ে আছেন ত্রিনাথ ঠাকুর। তিনি তাঁর ছয় হাত দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করেন। প্রসাদ পাবার জন্য সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন এখানকার সাধারণ মানুষ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। অবাক হচ্ছেন কলেজের মধ্যে কীভাবে ঠাকুর এলেন। ত্রিনাথ ঠাকুর তো ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মিলিত রূপ। তিনটি মাথা ছয়টি হাত। ঠিক তেমনই এখানে ওই রাস্তার কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি আমগাছ। যে আমগাছে একইসঙ্গে ল্যাংড়া কাঁচামিঠা ও আম্রপালি আম ফলে। আপনি ঠকবেন যদি না চিনে যেকোনো একটি ডালের আম খান। কারণ আপনি ভাববেন কাঁচামিঠা, পাবেন ল্যাংড়া, ভাববেন আম্রপালি, পাবেন কাঁচামিঠা। এক গাছে তিন রকম আম।

এ শুধু সামসি কলেজেই নয়, সমগ্র মালদা জেলায় এই ধরণের বহু আমগাছ দেখা যায়। মালদা জেলা মূলত ফজলি আমের জন্য বিখ্যাত। তবে ক্ষীরসাপাত্ ল্যাংড়া আম্রপালি কিংবা লখনা এই সব আমও পিছিয়ে নেই। সর্বাধিক যে আম উৎপাদন হয়, খুবই সুন্দর দেখতে, মিষ্টতায় পিছিয়ে আছে কিন্তু। আর এই কারণেই ডায়বেটিস হলেও যদি কারো আমের স্বাদ নিতে হয়, তাহলে তিনি অন্ততপক্ষে একটু চেখে দেখতে পারেন, ক্ষতি হবে না। সেইরকমই জানান আম-গবেষক কমলকৃষ্ণ দাস। লখনা নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেন লক্ষ্মণভোগ থেকে লখনা শব্দটি এসেছে। আবার কারো কারো মতে লক্ষ্মণাবতী নামক মালদা জেলার একটি বিশেষ প্রাচীন স্থানকে কেন্দ্র করে এই নাম হয়েছে। ভোগের কথায় মনে পড়ে আরো বহু আমের নাম। যেমন রাণীভোগ গোপালভোগ ইত্যাদি। এগুলি কি ভোগে লাগানো হতো বলেই এই জাতীয় নাম হয়েছে। রাণী যে আম খেতে ভালো বাসতেন সেই আম রাণীভোগ, গোপালের পূজায় যে আমাকে উৎসর্গ করা হয় তাই কি গোপালভোগ। তবে এ নিয়ে নানা ধরণের চর্চা রয়েছে। কিছুটা প্রচলিত, কিছুটা সত্য। এখন সবই একাকার হয়ে গেছে।

মালদায় আম-উৎসবের বোধন হয় কাচামিঠা দিয়ে।